মাতৃদিবসের মাতৃবন্দনা
খন্দকার জাহিদ হাসান

মা, আমার মা!
মা আমার পরম পাওয়া, চরম অহংকার! মা আমার ওলট্-পালট্ মহাসৃষ্টির জটাজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা, অশান্ত মহাকাল পেরিয়ে আসা প্রকৃতির এক অনিন্দ্যসুন্দর উপহার, বিধাতার এক অপূর্ব অবদান!!

প্রতিটি জীবসত্তাই তার অস্তিত্বলাভের ঊষালগ্ন থেকে শুরু ক'রে জীবন-পরিক্রমার প্রত্যেক পর্যায়েই তার জন্মদাত্রী মায়ের কাছে যে-ভাবে ঋণী, এ জগৎ-সংসারে অনুরূপ আর কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। স্বার্থপরতায় ঢাকা এই পৃথিবীতে জীবন চলার পথে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যখন পদে পদে হোঁচট খেতে থাকে, একমাত্র মাতৃত্ব তখন গর্বভরে মাথা তুলে বলতে পারেঃ ''জগৎ দেখুক, সন্তানের জন্য আমি কীভাবে আমার সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারি!''

মায়ের কোল আলো ক'রে যখন এই পৃথিবীতে সন্তানের আবির্ভাব ঘটে, তখন সে আলোর কাছে সূর্য হার মানে, লজ্জায় চাঁদ মুখ লুকায়। আদরের সোনামণি যখন হেসে ওঠে, দুনিয়ার সব ফুলের হাসি তখন তার কাছে ম্লান হোয়ে যায়! ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, রোগে-শোকে, বিপদে-আপদে, ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় কল্যাণময়ী মা অহর্নিশি আগ্‌লে রাখেন তাঁর বুকের ধনকে। দিবারাত্রি মা-জননীর একটিমাত্রই কামনা ও প্রচেষ্টাঃ আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে! দেখতে দেখতে মাকে ঘিরে গড়ে ওঠে ছোট্ট একটা জগৎ।

চেতনাতে আস্তে আস্তে যায় ছড়িয়ে ঘুমপাড়ানী গান,
স্মৃতি জুড়ে বিরাজ করে কবেকার সেই রান্নাঘরের ঘ্রাণ!
অষ্টপ্রহর মায়ের আঁচল মুছেই চলে ব্যথার অশ্রু যত,
এই পৃথিবীর সমস্ত সুখ মায়ের একটি চুমুর কাছেই নত!
সারাকণ্ঠে উচ্চকিত বড়োই মধুর একটি মায়ের ভাষা
দু'চোখ ভ'রে অনেক স্বপ্ন, হৃদয় জুড়ে অনেক অনেক আশা।

এই দ্যাখো মা, আমরা কেমন বড়ো হোয়ে গেছি! তোমার গেরস্থালীর ছোট্ট গন্ডি পেরিয়ে আমরা অবশেষে বাংলা-মায়ের আঁচল ধ'রে ফেলেছি। দেশ-মাতৃকার ধ্বজা ওড়াতে ওড়াতে শেষ পর্যন্ত কখন যেন আমরা আকাশ-ছোঁয়া সভ্যতার কাঁধে চেপে বসেছি!..... মা, তুমি আর কেঁদো না, এবার একটু হাসো! আমরা এখন বিশ্ব-মাতার সন্তান! মা, তুমি যেখানেই থাকো, কেবল প্রার্থণা করোঃ শুধু তোমার সন্তান নয় মা, স-ক-লে-র-ই সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে!!